রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২১, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৭ চৈত্র ১৪৩০/ ২১ মার্চ ২০২৪

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২২.১২০—প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব; বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব ইহসানুল করিম গত ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

০২। জনাব ইহসানুল করিম তরুণ বয়সে ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হন। তিনি ১৯৬৭ সালে কুষ্টিয়া সদর মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রনেতা হিসেবে ছাত্রদের সংগঠিত করতে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সম্মুখ সমরে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

০৩। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে জনাব ইহসানুল করিম ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ২০০৯ হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন শেষে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন। জনাব ইহসানুল করিম ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে উক্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

০৪। জনাব ইহসানুল করিমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৯ ফাল্গুন ১৪৩০/ ১৩ মার্চ ২০২৪ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

০৫। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব হোসেন
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ২৯ ফাল্গুন ১৪৩০ / ১৩ মার্চ ২০২৪

"প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব; বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব ইহসানুল করিম গত ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

জনাব ইহসানুল করিম ১৯৪৯ সালে কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা করেন। এছাড়া তিনি ভারত হতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

জনাব ইহসানুল করিম তরুণ বয়সে ছাত্র রাজনীতিতে যুক্ত হন। তিনি ১৯৬৭ সালে কুষ্টিয়া সদর মহকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রনেতা হিসেবে ছাত্রদের সংগঠিত করতে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং সম্মুখ সমরে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে জনাব ইহসানুল করিম ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৯৭ সাল হতে পাঁচ বছর নয়া দিল্লিতে বাসসের ব্যুরো প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন। জনাব ইহসানুল করিম বিবিসি, পিটিআইসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের বাংলাদেশ প্রতিবেদক হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০০৯ হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন শেষে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন।

জনাব ইহসানুল করিম ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে উক্ত দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী, বন্ধুবৎসল ও উদারনৈতিক ব্যক্তিত্ব। জনাব ইহসানুল করিমের মৃত্যুতে দেশ একজন প্রথিতযশা সাংবাদিককে হারাল। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

মন্ত্রিসভা জনাব ইহসানুল করিমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে"।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd